সবাইকে কাঁদিয়ে চিরনিদ্রায় শায়িত অপ্রতিম, মা-বাবার বুকফাটা কান্না

নিহত অপ্রতিম। ছবি: সংগৃহীত

কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন অপ্রতিমের মা-বাবা। যে সন্তানকে ঘিরে ছিল তাদের সব স্বপ্ন, সেই একমাত্র সন্তানকেই শেষবারের মতো বিদায় জানাতে হলো তাদের। স্বজন ও প্রতিবেশীদের কান্নায় ভারী হয়ে ওঠে চারপাশ। ১৩ বছরের অপ্রতিমের শেষ বিদায়ে শোক নেমে আসে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়েও।

রোববার (২০ সেপ্টেম্বর) দ্বিতীয় জানাজা শেষে কুমিল্লার কোটবাড়ির গন্ধমতি গোরস্থানে দাফন করা হয় ইশায়াত শাহরিয়ার অপ্রতিমকে। এর আগে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মাঠে প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে গন্ধমতি স্কুল মাঠে হয় দ্বিতীয় জানাজা। দুই জানাজাতেই শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মচারী, পরিবারের সদস্য, স্বজন ও স্থানীয়রা অংশ নেন।

জানাজার আগে স্বজন ও প্রতিবেশীরা অপ্রতিমকে নিয়ে কথা বলেন। তাকে হারানোর শোকের পাশাপাশি হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের বিচারের দাবিও জানান তারা। অপরাধী যে-ই হোক, তাকে দ্রুত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি ওঠে।

একই সঙ্গে শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান তারা। অপ্রতিমের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনাও জানান স্বজন ও প্রতিবেশীরা।

একটি পরিবারের একমাত্র সন্তানকে হারানোর বেদনায় এদিন ভারী হয়ে ছিল কোটবাড়ির পরিবেশ। প্রিয়জনদের চোখের জলে শেষ বিদায় নিয়ে গোরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত হয় অপ্রতিম।

বিস্তারিত আসছে...